সঙ্গমযুগের বিশিষ্ট বরদানঃ- অমর ভব

আজ, বাপদাদা প্রতি কল্পের অধিকারলব্ধ আত্মাদের দেখছেন । কারা কারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হয়েছে তা দেখে পুলকিত হচ্ছেন । আজ বাবা এবং দাদা সর্বাধিকারী আত্মাদের দেখে নিজেদের মধ্যে মৃদুহাস্যে আন্তরিকভাবে (রুহরিহান) আলাপ-আলোচনা করছিলেন । ব্রহ্মাবাবা বললেন, এমন বাচ্চাদের ওপর আপনার দৃষ্টি পড়েছে, যাদের জন্য বিশ্ববাসীর এটা ভাবা অসম্ভব যে এইরকম আত্মাও শ্রেষ্ঠ হতে পারে ! যারা বিশ্বের নজরে একেবারেই সাধারণ আত্মা, তাদেরই বাপদাদা নিজের নয়নের মণি বানিয়েছেন । একদম ভরসাহীন আত্মাদের তিনি বিশ্বের দরবারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আত্মায় পরিণত করেছেন । সেইজন্য বাপদাদা তাঁর সেনাবাহিনীর মহাবীর আত্মাদের, অস্ত্রধারী আত্মাদের দেখছিলেন এবং লক্ষ্য করছিলেন কোন্ কোন্ আত্মারা অলমাইটি অথরিটির পাণ্ডবসেনাতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়েছে । তিনি কি দেখে থাকবেন ? এক ওয়ান্ডারফুল সেনানী অর্থাত্ সৈন্যদল ! জাগতিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদের অশিক্ষিত বলে মনে হতে পারে অথচ পাণ্ডবসেনায় তোমাদের টাইটেল হল 'নলেজফুল' ! তোমরা সকলেই নলেজফুল, তাই না ! চলাফেরা করতে বা উঠতে সমস্যা হতে পারে কিন্তু পাণ্ডব সেনাদলের একজন প্রকৃত সেনা হয়ে তোমরা এক সেকেণ্ডে পরমধামে গিয়ে আবার এক সেকেণ্ডে এখানে চলে আসতে পারো । ওই সমস্ত মানুষ কেবল হিমালয়ের ওপরে তাদের পতাকা উড়িয়েছে কিন্তু শিবশক্তি পাণ্ডবসেনা ত্রিলোকে নিজেদের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে । তোমরা খুব সাধাসিধে হলেও তোমাদের নৈপুণ্য এমনই যে তোমরা বিচিত্র বাবাকে তোমাদের করে নিয়েছ । তাই তো বাপদাদা এইরকম সেনাদল দেখে মৃদু মৃদু হাসছিলেন । দেশের হোক বা বিদেশের, সাধারণ আত্মারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় । বর্তমান সময়ে যারা ভি.আই .পি বলে বিবেচিত, তাদের ওপর সকলের নজর। কিন্তু বাবার নজরে কে আছে ? কলিযুগী আত্মারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সেইসব বিখ্যাত লোকেদের মান্য করে এবং স্মরণ করে । তাদের হল অল্পকালের কলিযুগীয় সময়ের মহিমা । তাদের প্রশংসা আজ আছে, কাল নেই । কিন্তু সঙ্গমযুগী পাণ্ডব সেনার পাণ্ডবরা, তোমাদের এবং তোমাদের শক্তির মহিমা কল্পের শেষ পর্যন্ত কায়েম থাকে কেননা অবিনশ্বর বাবার মুখনিঃসৃত মহিমা অমর হয়ে যায় । সুতরাং তোমাদের কত উল্লসিত হওয়া উচিত্ ! আজকের দুনিয়ায় যদি কোনও প্রখ্যাত শ্রেষ্ঠ আত্মা যাকে গুরুরূপে মান্য করা হয়, সেই গুরু কাউকে কিছু বললে, তখন সেই ব্যক্তি এটা সত্য বলে মেনে নেয়, কারণ তার বিশ্বাস গুরু যখন তাকে বলেছেন তখন এটা সত্যিই হবে এবং সে সেই বিশ্বাসে মত্ত থাকে । বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই তার মত্ততা । তোমরাও ঠিক এইভাবে ভাবো, তোমাদের মহিমা কে করেন ? কে বলেন শ্রেষ্ঠ আত্মারা ! সুতরাং, তোমাদের সকলের কত উল্লাস থাকা উচিত্ !

বরদাতা বলো বা বিধাতা বলো অথবা ভাগ্যদাতা, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা বাবার থেকে অনেক টাইটেল লাভ করো । টাইটেল কতো বড় - সেটা কোনও সমস্যার কথা নয়, জাগতিক টাইটেল একেকজনের একেকরকম, শ্রেষ্ঠ আত্মারা তোমাদের এক টাইটেলের তুলনায় সেই সব টাইটেল তুচ্ছ । এইরকম খুশি তোমাদের থাকে ?

সঙ্গমযুগের বিশিষ্ট বরদান কি ? অমর বাবার দ্বারা "অমর ভব" । এই সঙ্গমযুগেই তোমরা অমর হওয়ার বরপ্রাপ্ত হও । এই বরদান সদা স্মরণে থাকে ? নেশা রয়েছে, খুশী রয়েছে, স্মরণে আছে, কিন্তু

"অমর ভব"র বরদানী হয়েছ ? যে যুগের যে বিশেষত্ব, সেই বিশেষত্বকে কি কাজে ব্যবহার করছ ? যদি এখন তোমরা এই বরদান লাভ না করো তবে কখনও এটা লাভ করতে পারবে না । সুতরাং, এই সময়ের বিশেষত্বকে জেনে অবিরত চেক করো যে, "অমর ভব"র বরদানী (দেবোপম মাহাত্ম্যযুক্ত) হয়েছ কিনা ! তোমরা যখন অমর বলছো বা চিরন্তন বলছো তখন এই বিশেষ শব্দটাকে বিশেষভাবে তোমাদের বারবার আন্ডারলাইন করতে হবে । অমরনাথ বাবার বাচ্চারা যদি স্বর্গসুখে সুখী হওয়ার অধিকার লাভ করতে না পারে তবে কি বলা হবে ! সেটা কি বলে দিতে হবে ! সুতরাং, মধুবনে, গৌরবান্বিত এই বরদান ভূমিতে এসে সদা বরদানী হও ।

আচ্ছা - এইভাবে সর্বদা বাপদাদার নয়নে ডুবে থাকা আলোক রত্ন, সর্বদা বরদাতার দ্বারা বরদান লাভ করে বরদাতা মূর্ত, ভাগ্যবান মূর্ত, বিশ্বের সামনে সর্বদা জ্বলজ্বলে নক্ষত্র হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে, এইরকম সঙ্গমযুগী শিবশক্তি পাণ্ডব সেনাকে বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

দিদিজীর সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

তোমরা হলে চক্রধারী। আর এই চক্রধারী হওয়ার সাথে সাথে চক্রবর্তীও হয়ে গেছ । তোমরা ডাবল্ পরিক্রমা করেছ ? যেমন স্থূলভাবে তেমনই বুদ্ধির দ্বারাও ? চক্রধারী প্রত্যেককে পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখে বাণী, কর্ম এবং দৃষ্টি দ্বারা দান দিয়ে তাদের ঝুলি পরিপূর্ণ করে দেয় । সুতরাং, বর্তমান সময়ে বিধাতার সন্তান বিধাতা হয়েছ অথবা বরদাতা বাবার সন্তান বরদাতা মূর্ত হয়েছ ? কোন্ ভূমিকাটি তোমরা অধিক প্লে করো ? তা' কি দাতার না বরদাতার ? মহাদানী নাকি বরদাতার ? তোমরা উভয় পার্ট প্লে করছ নাকি দুটোর মধ্যে বিশেষ একটা পার্ট ? লাস্ট পার্ট কোনটা ? বিধাতার নাকি বরদাতার ? বরদান লাভ করা সহজ কিন্তু যিনি বর দেন তাঁকে সমস্ত প্রাপ্তি স্বরূপের স্টেজে স্থিত হতে হবে । গ্রহীতার কাছে বরদান একটা গোল্ডেন লটারি, কারণ যে সমস্ত আত্মারা চূড়ান্ত পর্যায়ে আসবে সেই সকল আত্মারা সম্পূর্ণভাবে দুর্বল । সময় কম অথচ দুর্বলতা অধিক । এই কারণে তাদের গ্রহণ করার মতো সাহসও থাকে না । উদাহরণস্বরূপ, কারও হার্ট দুর্বল হলে, তাকে যত ভালো জিনিসই দাও তবুও সে নিতে পারেনা । তারা বুঝতে পারে যে, সেইগুলো খুব ভালো জিনিস কিন্তু তবুও তারা সেইসব নিতে অপারগ । অন্তিম পর্যায়ের আত্মারা সর্বক্ষেত্রে দুর্বল হবে । অতএব, তোমরা অধিক মাত্রায় বরদাতার ভূমিকা পালন করবে । একমাত্র যে সকল আত্মারা নিজেরা সম্পূর্ণ হবে তারা অন্যদের বরদাতা হবে । সম্পূর্ণ হওয়ার স্টেজই হল বরদাতা । তোমার নিজের যদি কোনো কিছুর অভাব থাকে তথাপি অন্যদের দেখলেও তোমার অ্যাটেনশন নিজের অভাবের দিকেই যাবে এবং তখন নিজেকে সম্পূর্ণ করতে তুমি সময় নেবে । এই কারণে যখন তুমি নিজেকে সকল প্রাপ্তির দ্বারা পরিপূর্ণ করতে পারবে তখনই তুমি বরদাতা হতে পারবে । আচ্ছা ।

পার্টির সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার-

১) *প্রকৃত ব্রাহ্মণদের সুদীর্ঘ ভাগ্য রেখা - ২১ জন্মের জন্য*

তোমরা কত সৌভাগ্যবান যে, ভগবানের সাথে পিকনিক করছ ! তোমরা কখনও ভেবেছ, যে, এমন একদিন আসবে যখন সাকার রূপে ভগবানের সাথে ভোজন করবে, খেলবে, হাসবে ? এমনকি তোমরা স্বপ্নেও ভাবনি। কিন্তু তোমরা এতই সৌভাগ্যবান যে, সাকারে তোমরা অনুভব করছ । কতখানি শ্রেষ্ঠ

ভাগ্যরেখা তোমাদের - কেননা তোমরা সর্বপ্রাপ্তিতে সম্পন্ন হয়েছ । যারা ভাগ্য পড়তে পারে তাদেরই কেউ একজন বলবে যে, এর জীবনে সন্তান এবং ধনসম্পত্তি লেখা আছে, আয়ুও আছে, কিন্তু জীবনকাল ছোট। তাই কিছু জিনিস পূর্ণ হবে কিছু হবে না ; সেখানে তোমাদের ভাগ্যরেখা সুদীর্ঘকালের । এই ভাগ্যরেখা ২১ জন্মের সর্বপ্রাপ্তিতে পূর্ণ । তোমাদের ২১ জন্মের গ্যারান্টি আছে, এমনকি তার পরেও তোমাদের সেইরকম কোনো দুঃখ পেতে হবেনা । সমগ্র কল্পের তিন ভাগ সুখই তো তোমরা লাভ করো । এমনকি এই শেষ জন্মেও তোমরা অতি দুঃখীর লিস্টে নও । অতএব, তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ! ক্রমাগত এই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে দেখে সর্বদা হর্ষিত থাকো ।

২) *ভালবাসার সাগরের থেকে ভালোবাসা লাভের বিধি - সবকিছু থেকে পৃথক হও(detach)*

কোনো কোনো বাচ্চার কমপ্লেন আছে যে তারা স্মরণ করে, কিন্তু বাবার ভালোবাসা তারা পায়না । যদি ভালোবাসা না পায় তবে নিশ্চয়ই ভালোবাসা পাওয়ার পথে কোনও কিছুর ঘাটতি আছে । বাবা হলেন ভালোবাসার সাগর, সুতরাং, তাঁর সাথে যোগযুক্ত হলে বাচ্চারা ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে সেটা তো কখনই সম্ভব নয়। তবে ভালোবাসা পাওয়ার উপায় হল সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে যাও(detach) । যতক্ষণ তুমি দেহ এবং দেহের সম্বন্ধ থেকে আলাদা না হচ্ছ, তুমি ভালোবাসা লাভ করতে পারবেনা । এই কারণে কারও প্রতি মোহ রেখোনা । সম্বন্ধ থাকলে, তবে তা' অবশ্যই বাবার সাথে থাকতে হবে যাঁর সাথে তোমরা সর্ব সম্বন্ধে জুড়ে আছ । একমাত্র বাবা। দ্বিতীয় কেউ নয় এটা শুধু বলা নয়, অনুভব করতে হবে । খাও-দাও-ঘুমাও - যাই করো বাবার প্রিয় হয়ে অর্থাৎ সব কিছু থেকে অনাসক্ত হয়ে । তাতেই তুমি নষ্টমোহা হবে । দেহ-সম্বন্ধীয় সম্পর্কে মোহ রেখে দুঃখ আর অশান্তিই প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা সব কিছু শুনেছ, দেখেছ, সব কিছুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাসত্বেও কিভাবে তোমরা আবারও সেই বিষের বশীভূত হতে পারো ? সেইজন্য অবিরত সবকিছু থেকে অনাসক্ত হয়ে বাবার প্রিয় হয়ে ওঠো ।

৩) *মেহনত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় - আমিত্বকে বিসর্জন দাও*

বাপদাদা সব বাচ্চাদের মেহনত থেকে মুক্ত করতে এসেছেন । তোমরা অর্ধকল্প অনেক মেহনত করেছ । এখন সব মেহনতের সমাপ্তি । এই সমাপ্তির সহজ উপায়, শুধুমাত্র একটি শব্দ স্মরণ করো, 'আমার বাবা' । 'আমার বাবা' বলায় কোনও মেহনত নেই । তোমরা যখন "আমার বাবা" বলছ, তখন যে আমিত্ব এতকাল তোমাদের দুঃখ দিয়েছে সেই আমিত্ব ভাব শেষ হয়ে যায় । যখন বহুর মধ্যে এই আমিত্ব জেগে থাকে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয় । আর যখন এই আমিত্ব একের সাথে জুড়ে যায়, সবকিছু সহজ হয়ে যায় । শুধু মাত্র যদি "বাবা, বাবা" বলতে থাকো, তাহলেও তোমরা সত্যযুগে চলে আসবে । এখন 'আমার' 'আমার' বলে যে লম্বা লিস্ট আছে, যেমন "আমার নাতি, "আমার পুতি", "আমার ঘর", "আমার বাড়ী", "আমার পুত্রবধূ" ইত্যাদি ইত্যাদি - এখন এই যে *আমার - আমার" এর লম্বা লিস্ট - একে সমাপ্ত করো। 'অনেক'কে ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করে তোমরা দুঃখ -দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে অবিশ্রান্ত সুখের দোলায় আরামে দুলবে । সর্বদা বাবার স্মরণে সুস্থ এবং রোগমুক্ত থাকো অর্থাত্ আরামে থাকো । আচ্ছা ।

৩) *ডাবল্ ফরেনারদের সাথেঃ*- এই গ্রুপটা ভালো । ডাবল্ ফরেনারদের দেখে বাপদাদার নিজের একটা টাইটেল স্মরণে এসেছে । কোন্ টাইটেল ? বিশ্ব কল্যাণকারী । তোমরা যখন আসনি

বাবা তখন কেবল ভারত কল্যাণকারী ছিলেন, যখন থেকে তোমরা এসেছ বাপদাদা বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে গেছেন । তাহলে, এই চমত্কার কে করলো ? এই চমত্কার করেছ তোমরা, তাই না ! আর তোমরাও খুব ভালো মেহনত করছ । সাকাররূপে তোমাদের ব্যাকবোন, জানকী দাদি, তিনিও অতি বিচক্ষণ । তিনি কোথাও তোমাদের খালি বসতে দেননা । তিনি ব্যাকুল, যেন কোথাও কোনও কোণ বাদ না পড়ে যায় । সার্ভিসে নির্বিঘ্ন হওয়াই সার্ভিসের সাফল্য । যে কোনো প্রকার সেবা করার পূর্বে তা' দেশেই হোক বা বিদেশে, বাপদাদা এটাই বলেন যে, সর্বাগ্রে সার্ভিসে তোমাদের সহযোগীদের সাথে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে *একমত, একবল, এক ভরসা এবং একতার সামঞ্জস্য* রাখতে হবে । ঠিক যেমন তোমরা নারকেল ভেঙে, রিবন কেটে উদঘাটন করো, সেরকমই প্রথমে এই চার বিষয়ের রিবন কাটো, তারপরে সকলের সন্তুষ্টি আর প্রসন্নতার নারকেল ভাঙো। তার জল ধরণীতে ঢালো । যেমন কার্যেরই ধরণী হোক না কেন, তাতে আগে নারকেলের জল(সকলের সন্তুষ্টি আর প্রসন্নতা) ঢালো তারপরে দেখ কেমন সফলতা আসে । তা নাহলে, কোনও না কোনও বিঘ্ন অবশ্যই হবে । তোমরা সবাই সেবা করছ, কিন্তু নির্বিঘ্ন সেবাধারী হয়ে যারা সেবা করছে তাদেরই বাপদাদার রেজিস্টারে নোট করা হয় অর্থাত্ তাদের বৈশিষ্ট্য বাপদাদার রেজিস্টারে গৃহীত হয় । বাপদাদার কাছে সেইরকম সেবাধারীদের লিস্ট আছে কিন্তু এখন সেই লিস্ট খুব ছোট; লম্বা লিস্ট তৈরি হয়নি । বক্তৃতাকারীদের লম্বা লিস্ট তোমাদের কাছে আছে । বাপদাদা তাকেই বক্তা বলেন, যে ভাষণ দেওয়ার আগে নিজের অনুভব ব্যক্ত করে, তারপরে বক্তৃতা দেয় । আজকাল স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরাও ভালো ভাষণ দেয় । তারাও সকলরবে অর্থাত্ করতালি ধ্বনিতে প্রশংসিত হয় । যেমনই হোক, বাপদাদা তাদেরই লিস্ট রেখেছেন যারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যেকের সন্তুষ্টি এবং পরিতৃপ্তি তৈরি করতে পেরেছে; সেই জন্য তোমরা মালার জন্য হাত তোলোনি(did not raise your hands) । ডাবল্ বিদেশীদের সেবার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে তেমন কোনো বিঘ্ন আসেনা । কিন্তু অল্প স্বল্প মনের বিঘ্ন আসে। এছাড়াও বেশীরভাগটাই ঠিক আছে। তাদের মনের সঙ্কল্প, মনের স্থিতি অচল, অটল । শুনলে তোমরা ? তোমরা ডাবল্ বিদেশীরা খুব ভালো সেবা করছ । সেবার প্রসারের জন্য অভিনন্দন । আচ্ছা ।

অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্য থেকে প্রশ্নোত্তরঃ-

প্রশ্নঃ - চলতে চলতে কোনও বাধা আসলে কী করা উচিত্ ? বাধা আসার কারণ কী ?

উত্তরঃ - তোমাদের সামনে অনেক রকম (পরীক্ষার) পেপার আসে, সেই বিশেষ পেপারের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি যদি তোমাদের না থাকে তবে পুরুষার্থে তোমাদের অচলাবস্থা আসে । এইরকম সময়ে অন্যদের সহায়তা নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন হয় । যেমন গাড়িতে ব্যাটারী যদি কমে যায় তাহলে গাড়ি নিজে থেকে চলতে চায় না। তখন অন্যদের সহায়তায় সামান্য ধাক্কা দেওয়াতে হয়, তাই না ! ঠিক একই রকম ভাবে, যে আত্মার উপর তোমার ফেথ্ আছে এবং অনুভব করতে পারছ যে এই আত্মার থেকে তুমি সহায়তা পেতে পারো তবে তার থেকে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু সহায়তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত্ । প্রথমে তাকে স্পষ্টভাবে সব কিছু তোমার নিজের সম্বন্ধে বলো এবং তারপর সহযোগিতা এলেই এগিয়ে যেতে পারবে। আসলে কি হয় - যখন তোমাদের এই রকম স্টেজ আসে, সেই সময় ডাইরেক্ট বাবার থেকে সহযোগ নেওয়ার সাহস তোমাদের থাকে না । অতএব,

তখন সাকারে সামান্য সাহায্য নিলে, পরে বাবার থেকে ডাইরেক্ট নিতে গেলে সাহায্য পেয়ে যাবো আচ্ছা ।

বরদানঃ- ভাগ্য এবং ভাগ্য-বিধাতার স্মৃতি দ্বারা সর্বদা খুশি বিতরণকারী সহজযোগী ভব

সঙ্গমযুগ হল খুশির যুগ, সুখ অনুভবের যুগ । সুতরাং, সর্বদা খুশিতে থেকে খুশি বিতরণ করো । বাবাকে খুঁজে পেয়েছ তো সব কিছু খুঁজে পেয়েছ, এই স্মৃতিই সহজযোগী বানিয়ে দেবে । দুনিয়ার মানুষ বলে যে, কষ্ট ছাড়া পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। আর সেখানে তোমরা বলছ ঘরে বসে বাবাকে খুঁজে পেয়েছ, যা তোমরা স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারনি । তোমরা খুশির সাগরকে খুঁজে পেয়ে গেছ..... এই খুশিতে থাকো । এটাও সহজযোগ ।

স্লোগানঃ- স্বচ্ছতা (শুদ্ধি) আর বিধিপূর্বক সমস্ত কার্য নির্বাহকারীই - প্রকৃত ব্রাহ্মণ ।